وَاجِبُنَا
نَحْوَ الصَّحَابَةِ

সাহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়

লেখক:
শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদার
অনুবাদক:
মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী
সম্পাদনায়:
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:
المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية ، حفر الباطن
বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا .

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উপরন্তু তাঁর আশ্রয় কামনা করছি আমাদের মন ও কর্মকাণ্ডের সমূহ অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মু'হাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর একান্ত রহ্মত ও অগণিত শান্তি বর্ষণ করুন।

প্রিয় পাঠক! আমাদের এ বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটির বিষয় হলো "সাহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়"। মূলতঃ এটি আমাদের আবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য। যার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া আমাদের অবশ্যই উচিত।

এক জন সাধারণ পাঠকের জন্যও এ কথা জানা অবশ্যই প্রয়োজন যে, সাহাবীদের প্রতি করণীয় মূলতঃ আমাদের ধর্মের প্রতি করণীয়ের অন্তর্গত। যে ধর্ম আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দের জন্যই চয়ন করেছেন। এমনকি তিনি তা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কারোর থেকে গ্রহণও করবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴾ [آل عمران: ١٩] .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম"। (আলি 'ইমরান: ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

[آل عمران: ٨٥]

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলো তা তার পক্ষ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না। উপরন্তু সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেরই অন্তর্ভুক্ত হবে"। (আলি 'ইমরান: ৮৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

[المائدة: ٣] .

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মটি পরিপূর্ণ করে দিলাম। এমনকি আমার নিয়ামতও। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে কবুল করে নিলাম"। (মা-য়িদাহ্: ৩)

ইসলাম ধর্মই মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত একান্ত ধর্ম। তাই তিনি এ ধর্ম প্রচারের জন্য এক জন আমানতদার প্রচারক, প্রজ্ঞাময় শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্মানিত রাসূল চয়ন করেছেন। যাঁর নাম হলো মু'হাম্মাদ ﷺ। তিনি উক্ত ধর্মটিকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাসহ মানুষের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছে দেন। বস্তুতঃ তিনি এ সংক্রান্ত তাঁর প্রভুর আদেশটি সম্পূর্ণরূপে পালন করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] .

"হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তুমি প্রচার করো"। (মা-য়িদাহ্: ৬৭)

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আদেশ

পালনার্থেই তাঁর উপর নাযিলকৃত সকল ওহী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত আমানতটুকু সঠিকভাবেই আদায় করেন। এমনকি তিনি সর্বদা তাঁর উম্মতের সমূহ কল্যাণই কামনা করতেন। উপরন্তু তিনি সর্বদা নিজকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রচারে নিমগ্ন রাখতেন। এভাবেই একদা তাঁর মৃত্যু চলে আসে। দুনিয়াতে এমন কোন কল্যাণ নেই যার প্রতি একদা তিনি তাঁর উম্মতকে সঠিক পথ দেখাননি। তেমনিভাবে দুনিয়াতে এমন কোন অকল্যাণও নেই যার প্রতি একদা তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে যাননি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ বান্দাহ্'র প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহের তুলনা দিয়ে বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] .

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে এক জন রাসূল পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনাবে, তাদেরকে পবিত্র করবে ও কুর'আন ও হাদীস শিক্ষা দিবে। যদিও তারা ইতিপূর্বে চরম গোমরাহিতেই নিমজ্জিত ছিলো। (জুমু'আহ: ২)

বস্তুতঃ আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহ্'র দ্বীন পরিপূর্ণভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেন। উপরন্তু তাঁর উম্মতের সার্বিক কল্যাণ কামনার্থে তিনি তাদেরকে সঠিক এবং সুস্পষ্ট পথও দেখিয়ে দেন।

ঠিক এরই পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর সম্মানিত রাসূলের জন্য কিছু সম্মানিত সাথী, নিষ্ঠাবান কিছু সহযোগী এবং পরবর্তীদের জন্য বিশ্বস্ত কিছু কর্ণধারও চয়ন করেছেন। যাঁরা একদা একান্তভাবেই তাঁরই সার্বিক সাহায্য করেছেন ও তাঁর হাতকে শক্তিশালী করেছেন। উপরন্তু তাঁরা দুনিয়াতে তাঁর আনীত ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেছেন। তাই তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোগী। এমনকি তাঁরা ছিলেন একাধারে নবী ﷺ এর একান্ত নেককার সাথী, সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ ও শক্তিশালী সহযোগী। যাঁরা ছিলেন আল্লাহ্'র দ্বীনের একান্ত সহযোগী ও শ্রেষ্ঠ মদদগার। তাই তাঁরা কতোই না

ধন্য। কতোই না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা। আর কতোই না সম্মানজনক তাঁদের ধর্ম প্রচারের সে মহান প্রচেষ্টা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ সাবেক জ্ঞান অনুযায়ী এবং অত্যন্ত সুকৌশলেই নবী ﷺ এর সাহাবীগণকে চয়ন করেছেন। তিনি তাঁর নবীর সাথিত্বের জন্য এক দল বিশ্বস্ত ও শ্রেষ্ঠ লোক চয়ন করেছেন। যাঁরা নবীদের পরপরই এ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। তোমাদেরকে মানব জাতির সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে"। (আলি 'ইমরান: ১১০)

উক্ত আয়াতে নবী ﷺ এর সকল উম্মতকে বুঝানো হলেও তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন সাহাবায়ে কিরাম ﷺ।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

"দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর যারা আসবে। তারপর যারা আসবে"। (বুখারী ২৬৫২ মুসলিম ২৫৩৩)

এ হলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নবীর পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। বস্তুতই তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও পরবর্তীদের জন্য হিদায়েতের বাস্তব নমুনা।

তাই আমাদেরকে এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সাহাবীদের আলোচনা এবং তাঁদের প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা ধর্ম, ঈমান ও আক্বীদা-বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জন্যই আমরা এখনকার কিংবা পূর্বের যে কোন মনীষীর আক্বীদা সংক্রান্ত বই খুঁজলে তাতে "সাহাবীদের প্রতি ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাস" নামক একটি অধ্যায় অবশ্যই দেখতে পাবো।

এবার মনের গহিনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, সাহাবীদের প্রতি করণীয়টুকু বস্তুতঃ আমাদের ধর্মের প্রতি করণীয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে কেন?

উত্তরে বলা যায় যে, মূলতঃ সাহাবায়ে কিরামই তো এ ধর্মের বহনকারী ও প্রচারকারী। সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ কে সরাসরি দেখার ও তাঁর থেকে সরাসরি হাদীস শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা সরাসরি তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে ও তা সঠিকভাবে ধারণ করে তাঁর পরবর্তী উম্মত পর্যন্ত তা পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কোন হাদীস কল্পনা করা যায় না চাই তা রাসূল ﷺ এর কথা হোক কিংবা কাজ তা সাহাবায়ে কিরামের কোন মাধ্যম ছাড়া আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

আপনি যখনই কোন হাদীসের কিতাব খুলবেন চাই তা সি'হাহ্ (বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব যেমনঃ বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি), সুনান (যা ফিক্হের অধ্যায়ের ভিত্তিতে সংকলিত যেমনঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি), মাসানীদ (যাতে প্রত্যেক সাহাবীর হাদীস ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমনঃ মুসনাদুল-ইমাম আহ্মাদ, মুসনাদুল ইমাম ইস'হাক বিন্ রাহ্ওয়াইহি ইত্যাদি), মাজামী' (কয়েকটি হাদীসের কিতাবের সমন্বয় যেমনঃ জামি'উল-উসূল, আল-জাম'উ বাইনাস-সা'হী'হাইন, জাম'উল-ফাওয়ায়িদ ইত্যাদি), আজ্যা' (একই সনদে বর্ণিত হাদীস ভাণ্ডার যেমনঃ জুয ইব্নু 'উয়াইনাহ্, জুয ইয়াহ্ইয়া ইব্নু মা'য়ীন ইত্যাদি অথবা একই বিষয়ে সংগৃহীত হাদীস ভাণ্ডার যেমনঃ জুয রাফ'উল-ইয়াদাইন, জুয আল-ক্বিরাআহ্ খাল্ফাল-ইমাম ইত্যাদি) তা যাই হোক না কেন আপনি তাতে অবশ্যই দেখবেন যে, যে কোন হাদীসের সনদ তথা বর্ণনসূত্র লেখক থেকে শুরু করে যে কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সে সাহাবী তা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তা হলে এ কথা সহজেই বুঝা গেলো যে, প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ হাদীসের সনদে অবশ্যই এক বা একাধিক সাহাবী রয়েছেন।

সাহাবীদের বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাঃ

সাহাবীগণ সবাই নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ তাঁদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য

দিয়েছেন। এ জন্যই আপনি দেখতে পাবেন যে, হাদীসের ইমামগণ যখনই কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কাজ হাতে নেন তখনই তাঁরা ওই হাদীসের সনদ বা বর্ণনসূত্রের প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অবশ্যই অনুসন্ধান চালান। তাঁরা প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন যে, উক্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য কী না। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে যখন তাঁরা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছান তখন তাঁরা আর তাঁর ব্যাপারে এ অনুসন্ধান চালান না যে, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য কী না। কারণ, তাঁরা তো সবাই সর্ব সম্মতিক্রমে একান্ত বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।

এ জন্যই আপনি যখন হাদীসের 'ইলাল তথা ভুল-ত্রুটি ও রিজাল তথা বর্ণনাকারীদের আলোচনা সম্বলিত বইগুলোতে একটুখানি চোখ বুলাবেন তখনই দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেক লেখক তাবিয়ীদের যুগ থেকে তার নিচের যে কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন: অমুক বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। অমুকের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অমুক বর্ণনাকারী বিশিষ্ট 'হাফিয তথা অনন্য স্মৃতিশক্তিধর হাদীস বর্ণনাকারী। অমুক বর্ণনাকারী দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। অমুক বর্ণনাকারী মিথ্যুক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এ কিতাবগুলোর লেখকরা কখনো এমন বলেন না যে, অমুক সাহাবী বিশ্বস্ত। অমুক সাহাবী গ্রহণযোগ্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারণ, সাহাবীগণ তো সবাই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ইতিপূর্বেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট বাহক ও প্রচারক:

সাহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশ্বস্ত বহনকারী ও বিশিষ্ট প্রচারক। তাঁরা তা রাসূল ﷺ এর পবিত্র মুখ থেকে শ্রবণ করে ও তা হুবহু মুখস্থ করে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার সাথে রাসূল ﷺ এর পরবর্তী উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তাঁদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাঁরা বলছেন: আমরা এ বাণীটুকু রাসূল ﷺ এর পবিত্র মুখ থেকে খুব

মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং তা হুবহু আজ তোমাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিলাম। তাই তোমরা অবশ্যই তা হিফাজত করবে।

বস্তুতঃ তাঁরা নবী ﷺ এর এক বিশেষ দো'আয় ধন্য হয়েছেন।

যায়েদ বিন্ সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ .

"আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে অতি সজীব ও সতেজ করুন যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস শুনে তা হুবহু মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়"। (আবূ দাউদ ৩৬৬২ তিরমিযী ২৬৫৬ ইব্নু মাজাহ্ ২৩০)

আপনার কি মনে হয়, দুনিয়ার আর কেউ সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় উক্ত দো'আয় আরো বেশি ধন্য হয়েছে। বরং তাঁরাই তো এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে।

তাই তাঁরা এ ধর্ম তথা রাসূল ﷺ এর হাদীস সমূহ অতি সযত্নে হুবহু ধারণ করে অতি বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও সূক্ষ্মতার সাথে পরবর্তী উম্মতের নিকট পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। এটাই ছিলো তাঁদের সাধারণ অভ্যাস।

তাঁরা সর্বদা নবী ﷺ এর সাথে নিয়মিত উঠাবসা করে, তাঁর হাদীসগুলো শুনার পরস্পর প্রতিযোগিতা করে উপরন্তু তা সযত্নে শ্রবণ করে ও অন্তরে ভালোভাবে ধারণ করে তা রাসূল ﷺ এর পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

সাহাবীদের সমালোচনা মানে ধর্মের সমালোচনা:

যখন সাহাবীদের অবস্থান এমনই যে, তাঁরা ধর্মের বাহক ও প্রচারক তা হলে তাঁদের সমালোচনা ধর্মেরই সমালোচনা। কারণ, ধর্মের যে কোন বিশুদ্ধ কথা যা রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি বর্ণিত তা তো আমাদের নিকট একমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে।

সাহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তিঃ

সাহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি করা মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তি করা। কারণ, বিশেষজ্ঞদের একটি প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে,

الطَّعْنُ فِيْ النَّاقِلِ طَعْنٌ فِيْ الْـمَنْقُوْلِ .

"বর্ণনাকারীর উপর আঘাত মূলতঃ তার মাধ্যমে বর্ণিত বস্তুর উপরই আঘাত"।

তাই যখন সাহাবীগণের উপর কোন ধরনের আঘাত করা হয় তথা তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা নিয়ে কোন কটূক্তি করা হয় তখন তা মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই আঘাত ও কটূক্তি। এ জন্যই ইমাম আবূ যুর'আহ্ রাযী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْلَمُوْا أَنَّهُ زِنْدِيْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ عِنْدَنَا حَقٌّ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَجْرَحُوْا شُهُوْدَنَا لِيُبْطِلُوْا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَالْـجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ .

"যখন তোমরা কাউকে নবী ﷺ এর সাহাবীদের কোন ধরনের অসম্মান কিংবা তাঁদের ব্যাপারে কোন ধরনের কটূক্তি করতে দেখবে তখন অবশ্যই এ কথা জেনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই সে এক জন ধর্মবিদ্বেষী মুরতাদ। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের রাসূল ﷺ সত্য এবং কুর'আনও সত্য। আর এ কুর'আন ও হাদীস একমাত্র রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণই আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তারা মূলতঃ আমাদের সাক্ষীদেরকে আঘাত করে কুর'আন ও সুন্নাহ্কে বাতিল করতে চায়। অতএব তাদেরকেই আঘাত করা অধিক শ্রেয়। কারণ, তারা ধর্মবিদ্বেষী মুরতাদ। (আল-কিফায়াহ্ ফী 'ইল্মির-রিওয়ায়াহ্: ৪৯)

যদি সাহাবায়ে কিরাম অগ্রহণযোগ্য কিংবা অবিশ্বস্তই হয় তা হলে আমরা সঠিক ধর্মই বা পাবো কোথায় থেকে?

বিশ্বে এমন কিছু পথভ্রষ্ট লোক আছে যারা হাতে গণা কিছু সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া সবাইকেই আঘাত করেছে। তাদেরকে আমরা বলবো: যদি সাহাবায়ে কিরামই অগ্রহণযোগ্য হন তা হলে আমরা ধর্ম পাবো কোথা থেকে? এক আল্লাহ্'র ইবাদাত কীভাবে করা হবে? কীভাবে নামায পড়া হবে? কীভাবে ফরয কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া হবে? কীভাবে হজ্জ করা হবে? কীভাবে আল্লাহ্'র আনুগত্য করা হবে? কীভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা হবে?

তাই আমরা সহজেই এ কথা বুঝতে পারলাম যে, ধর্ম বহনকারীদেরকে আঘাত করা মানে মূলতঃ ধর্মকে আঘাত করা। তেমনিভাবে আমরা এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বুঝলাম যে, সাহাবীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূলতঃ ধর্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত। কারণ, তাঁরাই তো সর্ব প্রথম রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে আমাদের নিকট এ ধর্ম বহন করে এনেছেন। তাই তাঁদের প্রতি আঘাত করা ধর্মের প্রতি আঘাতের শামিল।

সাহাবীদের গ্রহণযোগ্যতা:

আমরা সাহাবীদের প্রতি কীভাবে আঘাত করতে পারি! অথচ তাঁদের গ্রহণযোগতা ও সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে এও বলেছেন যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। আর তাঁরাও আল্লাহ্ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

"মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যকার যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক রকমের ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটিই হচ্ছে সত্যিকারের মহান সফলতা। (তাওবাহ্: ১০০)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট। আপনি কি মনে করছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন যে তাঁর ধর্ম প্রচারে অবিশ্বস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কি এমন ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন যে তাঁর রাসূল ﷺ এর বাণী প্রচারে খিয়ানতকারী। না, তা কখনোই হতে পারে না। বরং এ কথাই সত্য যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা সৎ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা তাঁর নাযিলকৃত ধর্ম পরিপূর্ণভাবে জগতবাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

"মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়াহ্ এলাকার) গাছের নিচে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের সঠিক অবস্থা জেনেই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে এর পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়"। (ফাত্হ: ১৮)

তখনকার হুদাইবিয়াহ্'র সাহাবীগণের সংখ্যা ছিলো এক হাজারের বেশি। যাঁদের সকলের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন।

তেমনিভাবে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন:

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا

شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

"তুমি কি জানো?! একদা আল্লাহ্ তা'আলা বদরী সাহাবীদের দিকে উঁকি দিয়ে বললেন: তোমরা যা চাও করো। আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"। (বুখারী ৩০০৭ মুসলিম ২৪৯৪)

এটি মূলতঃ প্রশংসার পর প্রশংসা যা কুর'আন ও হাদীসে এসেছে। তাঁদের সম্পর্কে এ জাতীয় আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যার কিয়দংশ সামনে আসছে।

তাঁদের প্রশংসা শুধু কুর'আনেই আসেনি বরং তাঁদের সৃষ্টির পূর্বেই তাঁদের প্রশংসা তাওরাত এবং ইঞ্জীলেও এসেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

"মু'হাম্মাদ আল্লাহ্'র রাসূল। আর যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর তবে নিজেদের পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদাহ্রত অবস্থায় দেখবে। তারা এরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় সাজ্দাহ্'র দরুন দাগ পড়ে আছে"। (ফাত্হ: ২৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। তবে প্রশংসার এ নমুনা ও তাঁদের দৃষ্টান্ত কোন্ কিতাবে রয়েছে?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] .

"তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতেও রয়েছে এবং ইঞ্জীলেও। তারা যেন একটি চারা গাছ যার কচি পাতা বের হয়েছে। তারপর তা শক্ত হয়ে কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যা চাষীদেরকে খুবই আনন্দিত করে। (আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই মু'মিনদেরকে দুর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন) যাতে কাফিররা রাগে ফেটে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। (ফাত্হ: ২৯)

এটি হলো সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা।

উক্ত আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুর'আনে সাহাবীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যা এ শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান লোকগুলোর জন্য এক বিশেষ প্রশংসা। তিনি তাঁদের জন্মের পূর্বেই মূসা عليه السلام এর তাওরাতে তাঁদের প্রশংসা করেন। তেমনিভাবে তাঁদের প্রশংসা করেন 'ঈসা عليه السلام এর ইঞ্জীল কিতাবেও। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপস্থিতিতেই মু'হাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত কুর'আনে তাঁদের প্রশংসা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসায় আরো বলেন:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

"এ সকল সম্পদ সে সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে একদা তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ-সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। উপরন্তু যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। মূলতঃ তারাই সত্যবাদী। ('হাশ্র: ৮)

তিনি আন্সারী সাহাবীদের প্রশংসায় আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا

يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা মুহাজিরদের আসার আগেই মদীনার বাসিন্দা এবং দ্রুত ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা মুহাজিরদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাদেরকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার প্রতি তাদের অন্তরে সামান্যটুকুও লোভ নেই। বরং তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ যাদেরকে দুনিয়ার অতি লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম"। ('হাশ্‌র: ৯)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুহাজির ও আন্‌সারী সাহাবীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মুহাজিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। যাঁরা একদা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং তিনি ও তাঁর রাসূলের সহযোগিতার জন্য হিজরত করেছেন। তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে: তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, তাঁর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ, রাসূল ﷺ এর সাথিত্ব ও তাঁর প্রতি ঈমানে একান্ত সত্যবাদী।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

"মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার পথে শহীদ হয়েছে। আর কেউ কেউ এ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের সংকল্প বিন্দু মাত্রও পরিবর্তন করেনি"। (আহ্‌যাব: ২৩)

এঁরা সে সাহাবায়ে কিরাম যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এমন

চমৎকার প্রশংসা করেছেন।

তেমনিভাবে আন্‌সারী সাহাবীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। যাঁরা মুহাজিরদের পূর্বেই মদীনায় অবস্থান করছেন। তাঁদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা স্বেচ্ছায় মুহাজিরদেরকে নিজেদের সম্পদের ভাগী করেছেন। ফলে এক জন আন্‌সারী তার ঘর ও সম্পদের অর্ধেক মুহাজিরকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের অভাবগ্রস্ততা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে আন্‌সারী ও মুহাজির উভয়ই আল্লাহ্‌'র দ্বীনের বিশিষ্ট সহযোগী রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই তাঁরা উভয়ই আল্লাহ্‌'র দ্বীনের একান্ত সাহায্যকারী ও সহযোগী।

সাহাবীদের প্রতি এক জন মোসলমানের করণীয়:

এতক্ষণ মুহাজির ও আন্‌সারী সাহাবীদের কথাই আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁদের সাথে তাঁদের পরের লোকদের কী আচরণ হওয়া উচিত তাই আলোচিত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলে: হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু"। ('হাশ্‌র: ১০)

উক্ত আয়াত সাহাবীদের প্রতি প্রতিটি মু'মিনের করণীয় কী সেটিই সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

মূলতঃ তাঁদের প্রতি আমাদের করণীয় কাজ দু'টি যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

এর প্রথমটি হলো: সাহাবীদের প্রতি আমাদের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা। আমাদের অন্তরখানা তাদের প্রতি এমনভাবে পরিষ্কার থাকবে যে, তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। বরং তাঁদের প্রতি সর্বদা থাকবে নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। যা উক্ত আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায়। যাতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

"উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু"। ('হাশ্‌র: ১০)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হে প্রভু! আপনি আমাদের অন্তরকে আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাঁরা শুধু আমাদের ভাই-ই নন। বরং তাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। এমনকি তিনি তাঁদেরকে সম্যক সন্তুষ্টও করিয়েছেন। তাঁরা শুধু আমাদের ভাই-ই নন। বরং তাঁদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আর তা হলো তাঁরা আমাদের অনেক পূর্বেই আপনার ও আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছেন।

আমরা চৌদ্দ শত হিজরী শতাব্দীতে অবস্থান করছি। আর তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই ছিলেন যখনই তাঁকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। উপরন্তু তাঁরা তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে শক্তিশালী করেছেন। সর্বদা তাঁরা তাঁর সাথেই থেকেছেন।

অতএব তাঁরা আমাদের চেয়েও ঈমানে অগ্রবর্তী। ধর্মের সাহায্যে অগ্রবর্তী। এমনকি তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হতে পেরে আমাদের

চেয়েও অনেক অগ্রবর্তী। তাই তাঁদের জন্য দো'আ করার সময় আমরা তাঁদের অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি স্মরণ করবো। যা এ সংক্রান্ত পূর্বের আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠].

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলে: হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন"। ('হাশ্র: ১০)

তাঁরা আমাদের অগ্রবর্তী হওয়ার দরুন আমাদের উপর তাঁদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। তাঁদের মর্যাদা বুঝার জন্য তাঁদের অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে।

তা হলে সাহাবীদের প্রতি আমাদের প্রথম করণীয় হলো তাঁদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন রাখা।

সাহাবীদের প্রতি আমাদের দ্বিতীয় করণীয় হলো তাঁদের ব্যাপারে আমাদের সকলের মুখকে সামলে রাখা। তথা তাঁদেরকে কোন গালি দেয়া যাবে না। তাঁদের ব্যাপারে কোন অশ্লীল কথা বলা যাবে না। তাঁদেরকে কোন ধরনের লা'নত ও আঘাত করা যাবে না। বরং তাঁদের জন্য যথাসাধ্য দো'আ করতে হবে। যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কি বলা হয়েছে? পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে গালি দিবে। তাঁদের প্রতি আঘাত করবে। তাঁদের ইয্যত-সম্মান হানি করবে। না, তা এক জন মু'মিনের চরিত্রই হতে পারে না।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম। সাহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয় দু'টি যা নিম্নরূপ:

১. তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. তাঁদের ব্যাপারে আমাদের মুখকে সম্পূর্ণরূপে সামলে রাখা।

তথা সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের অন্তর হবে একেবারেই পরিচ্ছন্ন এবং আমাদের মুখ হবে তাঁদের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

সাহাবীদেরকে গালি দেয়া হারামঃ

একদা রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে গালি দেয়ার ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁদের মর্যাদার কথাও উল্লেখ করেন।

আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ .

"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমাদের কেউ উ'হুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও সাদাকা করে দেয় তারপরও তা ওদের কারোর এক অঞ্জলি কিংবা তার অর্ধেক খাদ্য সাদাকা করার সমপরিমাণ হবে না"। (বুখারী ৩৬৭৩ মুসলিম ২৫৪০)

যদি সাহাবীদের কেউ তাঁর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ কোন খাদ্য কোন মিসকীনকে সাদাকা করে। আর আমি বা আপনি উ'হুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ কাউকে সাদাকা করে দিলাম। যা আমাদের কারোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয় যদিও তার সম্পদ অনেকই থাকুক না কেন। আর যদিও কারোর নিকট যে কোন ভাবে উ'হুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ এসেও যায় তা হলে তা সত্যিই তাকে ফিতনায় ফেলে দিবে, এমনকি তাকে অতি কৃপণ বানিয়ে ছাড়বে। আর যদি ধরেই নিলাম আমাদের কারোর নিকট উ'হুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আছে। আর সে তার সবটুকুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দিলো তা হলেও তা সাহাবায়ে কিরামের এক অঞ্জলি সমপরিমাণ খাদ্য ইত্যাদি সাদাকা করার সমপরিমাণ হবে না। এ থেকেই সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও মর্যাদা খুব সহজেই অনুমাণ করা যায়।

রাসূল ﷺ বললেন: "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না"। এটি সত্যিই নবী ﷺ এর কথা। তা আমাদের কারোর কিংবা কোন আলিমের কথা নয়। নবী ﷺ তাঁর উম্মতকে নসীহত ও সতর্ক করছেন, যে কোন সাহাবীর কোন ধরনের অসম্মান কিংবা তাঁর ব্যাপারে অযথা অসঙ্গত কোন কিছু প্রচার করতে। তেমনিভাবে তিনি তাতে সাহাবীদের সঠিক সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও ইঙ্গিত করলেন।

এ ব্যাপারে আরো অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যা সাহাবায়ে কিরামের সম্মান, মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণনা করে। এমনকি জনৈক আলিম একদা সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে ভিন্ন একটি বই লিখতে চেয়েছেন। তখন তা এক খণ্ডে শেষ করা সম্ভবপর হয়নি। বরং তা লিখতে অনেক খণ্ডের প্রয়োজন হয়েছে। যাতে নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে সাহাবীদের একক ও সম্মিলিত প্রশংসা করা হয়েছে। ব্যাপারটি ভারী আশ্চর্যেরই বটে। কতোই না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা! কতোই না তাঁদের মহত্ত্ব ও মহিমা!

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য দো'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করতে আদেশ করেছেন। বস্তুতঃ তাদের সকলেই তা পালন করছেও। তবে বিশ্বে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা স্বেচ্ছায় কুর'আনের চাওয়ার উল্টো দিকেই চলছে। তারা নিয়তঃ হাদীসের উল্টো দিকেই চলছে। তারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগ্‌ফার না করে বরাবর তাঁদেরকে গালি দিয়েই যাচ্ছে। প্রশংসার পরিবর্তে তারা সর্বদা সাহাবীদের বদনামই করে চলছে।

এ জন্যই একদা উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) তাঁর ভাগিনা 'উরওয়াহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বললেন:

يَا ابْنَ أُخْتِيْ! أُمِرُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوْهُمْ.

"হে আমার বোনের ছেলে! বোনপো! তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছে নবী ﷺ এর সাহাবীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতে; অথচ তারা তাঁদেরকে গালি দিচ্ছে"। (মুসলিম ৩০২২)

তবে এর মাঝেও আল্লাহ্ তা'আলার কোন না কোন হিকমত

অবশ্যই লুক্কায়িত রয়েছে।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বলা হলো: কিছু সংখ্যক মানুষ নবী ﷺ এর সাহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি করছে। এমনকি আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর ব্যাপারেও। তখন তিনি বললেন:

وَمَا تَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا؟ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ لاَ يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ .

"এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বস্তুতঃ তাঁদের আমল তো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, তাঁদের সাওয়াবটুকু বন্ধ না হোক"।

(জামি'উল-উস্বূল: ৬৩৬৬ তারীখু দামিস্ক: ৪৪/৩৮৭ তারীখু বাগ্দাদ: ৫/১৪৭)

তা এভাবে যে, আমরা নিশ্চয়ই হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, কাউকে অবৈধভাবে আঘাত করা হলে আঘাতপ্রাপ্তকে কিয়ামতের দিন আঘাতকারীর কাছ থেকে সে পরিমাণ সাওয়াব দিয়ে দেয়া হবে। এ থেকে সাহাবায়ে কিরামকে আঘাতকারীর অবস্থা কিয়ামতের দিন কী হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইরশাদ করেন:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ .

"তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবীগণ বললেন: নিঃস্ব সে

ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে অনেকগুলো নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ হিসেব করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে। অমুককে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে। অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু সাওয়াব দেয়া হবে। এমনিভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহ্সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"। (মুসলিম ২৫৮১ তিরমিযী ২৪১৮)

এ হলো যে কোন সাধারণ মোসলমানকে গালি দেয়ার পরিণাম। তা হলে কেউ সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিলে তার সাথে কিয়ামতের দিন কী আচরণ করা হবে তা এ হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায়।

কতোইনা মহা বিপদের কথা! যখন সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়া কোন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সবার সামনে দাঁড় করিয়ে তার সাওয়াবগুলো সাহাবায়ে কিরামকে দেয়া হবে। এমনকি তার সাওয়াবগুলো শেষ হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরামের গুনাহ্গুলো তার উপর চাপিয়ে তাকে পরিশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কতোই না আশ্চর্য! কতোইনা মহা মুসীবতের কথা। যখন সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়া কোন ব্যক্তি একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যাবে। তার কাছে আর কোন সাওয়াবই থাকবে না। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার কিছু সাওয়াব নিয়ে গেছেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো কিছু। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো কিছু। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ আরো কিছু। আর বাকীটুকু অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এমনকি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ও তাঁর বিরোধীদের আঘাত থেকে রক্ষা পাননি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ কুর'আনেই 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর পবিত্রতার

কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে সূরা নূরে কয়েকটি আয়াতও নাযিল করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত মোসলমানদের মেহ্রাবগুলোতে পড়া হবে। এরপরও কিছু মানুষ তাঁর ব্যাপারে কটূক্তি করে চলছে। যার পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, কিয়ামতের দিন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এ জন্য অনেকগুলো সাওয়াব পেয়ে যাবেন। আর তাঁর ব্যাপারে কটূক্তিকারী কিয়ামতের দিন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যে, যারা সকাল-বিকাল সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিয়েই যাচ্ছে। কিয়ামতের দিন এ লোকগুলোর যে কী অবস্থা হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

কেউ কেউ তো তার দো'আয় এমনও বলে যে,

اللَّهُمَّ الْعَنْ جِبْتَيْ قُرَيْشٍ وَطَاغُوْتَيْهِمَا وَأَقْبَاطَيْهِمَا وَابْنَتَيْهِمَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

"হে আল্লাহ্! আপনি কুরাইশ বংশের দু' জন জিব্ত, তাগূত ও ক্বিবতীকে এমনকি তাদের কন্যাদ্বয়কেও লা'নত করুন। তারা হলো আবূ বকর ও 'উমর"।

বস্তুতঃ এক জন মু'মিনের চরিত্র এমন হতে পারে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ الْـمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ .

"এক জন মু'মিন কখনো অন্যকে আঘাতকারী, লা'নতকারী, অশ্লীল ও কটূক্তিকারী হতে পারে না"।

(আহ্মাদ্ ৩৯৪৯ বুখারী/আদাবুল-মুফরাদ ৩১২ তিরমিযী ১৯৭৭ 'হাকিম: ১/১২ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ্ ৩১২)

বরং যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একদা বলা হলো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি মুশরিকদেরকে বদ্দো'আ করুন। তখন তিনি বললেন: আমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে লা'নত করার জন্য পাঠাননি।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنِّيْ لَـمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا .

"নিশ্চয়ই আমাকে লা'নতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি"।

(মুসলিম ২৫৯৯)

এতদ্সত্ত্বেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত বলে দাবিদার কিছু সংখ্যক মোসলমান কীভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিতে পারে?!

মর্যাদানুসারে সাহাবীদের স্তর-বিন্যাস:

সাহাবায়ে কিরাম আবার সবাই এক পর্যায়ের নন। বরং তাঁরা মর্যাদানুসারে বিভিন্ন পর্যায়ের।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْـجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ

"আবূ বকর ও 'উমর নবী ও রাসূল ছাড়া পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা"।

(আহ্মাদ্ ৬০২ তিরমিযী ৩৬৬৬ ইব্নু মাজাহ্ ৯৫ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ্ ৮২৪)

এ জন্যই বলতে হয়: নবী ও রাসূল ছাড়া জান্নাতীদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হলেন আবূ বকর ও 'উমর। তাঁরা নবীদের পরপরই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ .

"আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেই সাহাবীদের মাঝে সর্বোত্তমের শ্রেণী বিন্যাস করতাম। আমরা বলতাম: আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবীদের মধ্যকার

সর্বোত্তম ব্যক্তি। এরপর 'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এরপর 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ ব্যাপারটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্ণগোচর হলে তিনি এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করতেন না"।

(আস-সুন্নাহ্ ৯৯৩ আবূ ইয়া'লা ৫৬০৪ ত্বাবারানী/মুসনাদুশ-শামিয়্যীন ১৭৬৪ যিলালুল-জান্নাহ্ ১১৯৩)

মু'হাম্মাদ্ বিন্ 'হানাফিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আমার পিতা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর মানুষের মাঝে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন: আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমি বললাম: তারপর? তিনি বললেন: তারপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমি আশঙ্কা করছিলাম, তিনি এরপর বলবেন: 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাই আমি একান্ত নিজ থেকেই বললাম: তারপর আপনি। তিনি বললেন: আমি মোসলমানদেরই এক জন। এ ছাড়া আর কিছুই নই"। (বুখারী ৩৬৭১)

বরং 'আলী এমন কথাও বলেন যে,

لاَ يَبْلُغُنِيْ عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِيْ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْـمُفْتَرِيْ .

"আমার কানে যদি এমন কথা আসে যে, কোন ব্যক্তি আমাকে আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর উপর প্রাধান্য দিচ্ছে তা হলে আমি তাকে অবশ্যই মিথ্যা অপবাদের জন্য শাস্তি দেবো"।

(সুন্নাহ্/ ইব্নু আবী 'আস্বিম ১২১৯ আহ্মাদ/ফাযায়িলুস-সাহাবাহ্ ৪৯)

এ জন্যই সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের করণীয়ের মধ্যে এও যে, আমরা তাঁদের মধ্যকার মর্যাদার তারতম্য ও এর ধারাবাহিকতা জানবো। তা হলে আমরা তাঁদের প্রত্যেককে তাঁর যথাযোগ্য অধিকার দিতে পারবো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান-সাদাকা ও যুদ্ধ করেছে তারা আর অন্যরা সমান নয়। তাদের মর্যাদা অনেক বেশি ওদের তুলনায় যারা মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান-সাদাকা ও যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত"। ('হাদীদ: ১০)

উক্ত আয়াতে কল্যাণ বলতে জান্নাত এবং বিজয় বলতে মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে । তবে কেউ কেউ বিজয় বলতে 'হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিয়েছেন। তা হলে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যাঁরা 'হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় গাছের নিচে নবী ﷺ এর হাতে বায়'আত করেছেন তাঁরা ঈমান, সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ওঁদের সমান নন যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধ করেছেন। উভয়ের মাঝে অবশ্যই মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। তবে সবাই নবী ﷺ এর সাহাবী। সবাই ঈমানদার ও সবাই জান্নাতী।

তা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ হলেন যাঁরা 'হুদাইবিয়াহ্ এলাকার গাছের নিচে রাসূল ﷺ এর হাতে বায়'আত করেছেন। এঁদের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওঁরা যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যেও আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওঁরা যাঁদেরকে রাসূল ﷺ একদা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এঁরা হলেন দশ জন যাঁদেরকে রাসূল ﷺ একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যা তাঁদের জন্য এক অনন্য সম্মান।

'আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِيْ الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْـجَرَّاحِ فِيْ الْـجَنَّةِ .

"আবূ বকর জান্নাতী। 'উমর জান্নাতী। 'উসমান জান্নাতী। 'আলী জান্নাতী। ত্বাল'হা জান্নাতী। যুবাইর জান্নাতী। আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ জান্নাতী। সা'আদ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী। সা'ঈদ বিন্ যায়েদ বিন্ 'আমর বিন্ নুফাইল জান্নাতী এবং আবূ 'উবাইদাহ্ বিন্ জার্‌রাহ্ও জান্নাতী। (আহ্মাদ্ ১৬৭৫ তিরমিযী ৩৭৪৭ নাসায়ী ৮১৯৪)

এঁরা হলেন দশ জন যাঁদের ব্যাপারে নবী ﷺ একই বৈঠকে এ সাক্ষ্য দিলেন যে তাঁরা জান্নাতী। তাঁরা দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায়ই নিজেদের ব্যাপারে জেনে ফেলেছেন যে, তাঁরা জান্নাতী। কারণ, এর সাক্ষী হলেন এক জন সত্যবাদী ও আমানতদার। আর কতোই না মহান ও সম্মানজনক এ সাক্ষ্য।

এ দশ জনের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বিশিষ্ট চার খলীফা। আবার চার খলীফার মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা)। আর নবীর পর তাঁর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হলেন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কুর'আন মাজীদে শুধুমাত্র তাঁর সাথিত্বের কথাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কারোরই নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

"যখন সে তার সাথীকে বললো: তুমি চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথেই আছেন"। (তাওবাহ্: ৪০)

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া আর কারোর সাথিত্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা কুর'আন মাজীদে আসেনি। তিনিই পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম মোসলমান। তিনি ছিলেন সিদ্দীক। রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা কিছুই বলতেন তিনি তা অকাতরেই বিশ্বাস করতেন। যখন নবী ﷺ মুশ্‌রিকদেরকে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে তাঁর রাত্রি ভ্রমণ, আকাশের দিকে তাঁর ঊর্ধ্ব গমন এমনকি বোরাকে তাঁর আরোহণের কথা বললেন তখন তারা তা বিশ্বাসই করতে পারেনি। বরং তারা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে বললো: তুমি কি জানো না, তোমার সাথী ইদানীং কী বলছে? সে তো

বোকার ন্যায় এমন এমন কথা বলছে। তিনি বললেন: যদি আমার সাথী বাস্তবেই এ কথা বলে থাকে তা হলে সে তা সত্যই বলেছে।

('হাকিম: ৩/৬৫ আবূ না'ঈম/মা'রিফাতুস-সা'হাবাহ্: ১/৮২ বায়'হাক্বী/দালায়িলুন-নুবুওয়াহ্: ২/৩৬১ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হীহাহ্ ৩০৬)

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হলেন এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্দীক। সিদ্দীকের উপাধিতে তাঁর পর্যায়ে আর কেউ কখনো পৌঁছুতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٩] .

"আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারা হলো সিদ্দীক। ('হাদীদ: ১৯)

উক্ত সম্মান ও উপাধিতে সর্বপ্রথম ভূষিত হলেন আবূ বরক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। যাঁর পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার আর কেউ পৌঁছুতে পারেনি।

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁর সাথে ছিলেন না। তারপরও তিনি এক আশ্চর্যকর বিষয়ে ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁদের উভয়কেই সাথী বানিয়েছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায আদায় করে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বললেন:

بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا؛ إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!! فَقَالَ: فَإِنِّيْ أُؤْمِنُ بِهَذَا أَنَا، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثَمَّ - وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ؛ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ!! قَالَ: أُؤْمِنُ بِهَذَا أَنَا، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثَمَّ -

"একদা জনৈক ব্যক্তি তার গাভীটি চরাচ্ছিলো। হঠাৎ সে তার পিঠে

চড়ে তাকেই মারতে লাগলো। তখন গাভীটি বললো: আরে! আমাদেরকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষের জন্য। উপস্থিত লোকরা তা শুনে বলে উঠলো: আশ্চর্য! গাভী কথা বলছে!! নবী ﷺ বললেন: আমি এ কথায় বিশ্বাস করি। এমনকি আবূ বকর এবং 'উমরও। অথচ তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন না। তেমনিভাবে একদা জনৈক ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে বাঘ তার একটি ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিশেষে সে তার ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলো। তখন বাঘটি তাকে বললো: তুমি তো এখন আমার হাত থেকে ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে। সে দিন এ ছাগলটিকে আমার হাত থেকে কে ছাড়িয়ে নিবে যে দিন আমি ছাড়া এর কোন রাখালই থাকবে না। উপস্থিত লোকরা তা শুনে বলে উঠলো: আশ্চর্য! বাঘ কথা বলছে!! নবী ﷺ বললেন: আমি এ কথায় বিশ্বাস করি। এমনকি আবূ বকর এবং 'উমরও। অথচ তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন না। (বুখারী ৩৪৭১)

ভেবে দেখুন আবূ বকর ও তাঁর ঈমানের ব্যাপারটি। ভেবে দেখুন সাহাবীদের আদর্শের পরিপূর্ণতার ব্যাপারটি। তা দেখে তখন শুধু বার বার আশ্চর্যই হবেন।

আমরা যদি শুধু কুর'আন ও হাদীস থেকে আবূ বকর ও 'উমরের বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরি তা হলে এক বা একাধিক বক্তব্য কিংবা ক্লাস করে তা শেষ করা যাবে না। কারণ, তাঁদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী সত্যিই অনেক।

এ জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর একক সত্তা এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর উসিলায় একান্তভাবে কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নবী ﷺ এর কোন সাহাবী কিংবা দুনিয়ার কোন মু'মিনের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখেন। উপরন্তু আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী সকল মু'মিন ভাইকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর নিকট তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর উসিলায় আরো আশা করছি যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন তাঁর সম্মানিত নবী ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের সাথে আমাদের 'হাশর করেন। আরো আশা

করছি, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আবূ বকর, ‘উমর, ‘উসমান, ‘আলী ও তাঁর নবীর স্ত্রীদের সাথে আমাদের ‘হাশর করেন। এমনকি তিনি যেন কিয়ামতের দিন সকল সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবীদের সাথে আমাদের ‘হাশর করেন।

নসীহত: সাহাবীদের জীবনী পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত:

সাহাবীদের জীবনী এমনকি তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে আমাদের সবারই পড়াশুনা করা উচিত। কুর‘আন ও হাদীস থেকে শুরু করে ইমাম ও আলেমরা তাঁদের ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন ও বলেছেন তা সবই জানা উচিত। যা বিশদভাবে হাদীসের কিতাগুলো যেমন: বুখারী, মুসলিম, সুনান, মাসানীদ, মা‘আজিম ও আজযার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমনকি তাঁদের সম্পর্কে যে কিতাবগুলো বিশেষভাবে লেখা হয়েছে তা সবই আমাদের যথাসাধ্য পড়া উচিত। যা পড়লে নিমোক্ত ফায়েদাগুলো আমরা পেতে পারি:

১. যখন আপনি সাহাবীদের জীবনী ও তাঁদের ঘটনাবলী পড়বেন তখন তাঁদের প্রতি আপনার ভালোবাসা অবশ্যই বেড়ে যাবে। যার দরুন আপনি সর্বদা তাঁদের প্রশংসা করবেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টির বার বার ঘোষণা দিবেন। তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা‘আলার ক্ষমা কামনা করবেন। এমনকি তাঁদের ব্যাপারে সর্বদা ভালো কথাই বলবেন।

২. তাঁদের জীবনী পড়লে আপনিও তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যতদূর আপনি তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করবেন ততোই আপনি কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হবেন। আপনি যতোই তাঁদের নিয়মের উপর চলতে ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাবেন ততোই আপনি কল্যাণের নিকটবর্তী হবেন।

কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। তোমাদেরকে মানব জাতির সর্বাত্মক

কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে"। (আলি 'ইমরান: ১১০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

"দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর যারা আসবে। তারপর যারা আসবে"। (বুখারী ২৬৫২ মুসলিম ২৫৩৩)

তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই তাঁদের মতো হওয়া মানে সার্বিক কল্যাণমুখী হওয়া।

৩. আপনি যতোই তাঁদের জীবনী পড়বেন ততোই তাঁদের অসম্মান ও তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা থেকে অনেক দূরে থাকবেন। আপনি তো মূলতঃ তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করতে, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে এমনকি তাঁদের স্তুতি ও প্রশংসা করতে শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট। আর তাঁদের জীবনী পড়লে তাঁদের প্রতি আপনার ভালোবাসা বাড়লে আপনি তাঁদের প্রশংসাই করবেন। তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিবেন। তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করবেন ও তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি করা থেকে বহু দূরে থাকবেন।

সাহাবীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে এক জন মোসলমানের করণীয়:

বস্তুতঃ সাহাবীদের পরস্পরের মাঝে মানুষ হিসেবে কিছু না কিছু দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিলো। যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে সে ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? তা অবশ্যই জানা উচিত।

একদা 'উমর বিন্ আব্দুল-আজীজ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

تِلْكَ فِتْنَةٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا سُيُوْفَنَا، فَلْنُطَهِّرْ مِنْهَا أَلْسِنَتَنَا .

"তা এমন একটি ফিতনা যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের

তলোয়ারগুলোকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। অতএব, তা থেকে আমাদের জিহ্বাগুলোকেও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত”। (‘হিলয়াতুল-আউলিয়া: ৯/১১৪)

তিনি আরো বলেন:

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِيْ مِنْهَا، فَمَا لِيْ أُخَضِّبُ لِسَانِيْ فِيْهَا؟! .

“তা ছিলো রক্ত আর রক্ত তথা এক রক্তাক্ত কর্মকাণ্ড যা থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা আমার হাতকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। অতএব, আমার কী হলো যে, আমি আমার জিহ্বাকে তা দিয়ে রঞ্জিত করবো”।

(মুজালাসাহ্: ১৯৬৫)

ইমাম আহ্মাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে একদা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١] .

“এ লোকগুলো তো গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তাদের কৃতকর্ম। আর তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম। তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসা করা হবে না”।

(বাক্বারাহ্: ১৩৪, ১৪১)

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিলাম, কোন এক জন সাহাবী অপরাধ করেছেন। তাই বলে কি আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে সে অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন? না, তা কখনোই নয়। তা হলে আপনি কেন সাহাবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন? আপনি তো না তাঁদের হিসাব রক্ষক, না পাহারাদার।

(আস-সুন্নাহ্/খাল্লাল: ২/৪৮১)

এ ব্যাপারে আরেকটি কথা আরো গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো, ধরে নিলাম, তাঁদের কেউ কেউ দোষ করেছেন। তাই যদি কিছু করতেই হয় তা হলে আমরা তা ইসলামের মানদণ্ডেই যাচাই করবো।

‘আমর বিন্ ‘আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

"যদি কোন বিচারক নিজ গবেষণায় কোন বিচার-ফায়সালা করে সঠিকে উপনীত হয় তা হলে তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব। আর যদি সে নিজ গবেষণায় কোন বিচার-ফায়সালা করে সঠিকে উপনীত না হতে পারে তা হলে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব।

(বুখারী ৭৩৫২ মুসলিম ১৭১৬)

তা হলে সাহাবীদের পক্ষ থেকে দ্বন্দ্ব বা ভুল যাই আমাদের নিকট বর্ণিত হয়ে আসুক না কেন তা দু' অবস্থা থেকে খালি নয়।

ক. হয়তো বা তা মিথ্যা হবে। যা অধিকাংশই দেখা যায়।

খ. তা সত্য ও প্রমাণিত। আর যা তাঁদের থেকে সঠিকভাবেই প্রমাণিত তা তাঁরা অবশ্যই গবেষণা করেই করেছেন। তাতে তাঁদের কেউ সঠিকে উপনীত হলে তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব। আর যাঁর গবেষণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা।

তাই কোন মোসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সাহাবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা। তবে তা করা যেতে পারে যখন এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাঁদের সম্মান রক্ষা করা ও তাঁদের পক্ষ হয়ে তাঁদের উপর থেকে তাঁদের শত্রুদের অমূলক অপবাদ প্রতিহত করা। উপরন্তু তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছু দো'আ করেই পুস্তি কাটির ইতি টানছি।

হে আল্লাহ্! আপনি মু'হাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন যেমনিভাবে রহ্মত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম عليه السلام ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত সুমহান। হে আল্লাহ্! আপনি মু'হাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন যেমনিভাবে বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম عليه السلام ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত সুমহান।

হে আল্লাহ্! আপনি খুলাফায়ে রাশিদীন ও হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের উপর সন্তুষ্ট হোন। যাঁরা হলেন যথাক্রমে: আবূ বকর সিদ্দীক, 'উমর ফারূক, 'উসমান যিন-নূরাইন ও 'আলী আবুল-'হাসানাইন।

হে আল্লাহ্! আপনি আরো সন্তুষ্ট হোন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বাকি আরো দশ জনের উপর। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নবীর স্ত্রীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নবীর বদরী সাহাবীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত থাকা আপনার নবীর বিশিষ্ট সাহাবীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নবীর সকল সাহাবীদের উপরও। এমনকি তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপরও।

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী মু'মিন ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আমাদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মু'মিনের প্রতি সামান্যটুকু বিদ্বেষও অবশিষ্ট রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত দয়াময় দয়ালু।

হে আল্লাহ্! হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট নবী ﷺ এর সাহাবীদের প্রতি কটূক্তি থেকে আপনার আশ্রয় ও পরিত্রাণ কামনা করছি।

হে আল্লাহ্! হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট এ জাতীয় মানুষদের মত ও পথ থেকে আপনার পরিত্রাণ কামনা করছি।

হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট কামনা করছি। আপনি যেন আমাদের অন্তরগুলো নবী ﷺ এর সকল সাহাবীদের ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন। উপরন্তু কিয়ামতের দিন তাঁদের সাথেই আমাদের 'হাশর করুন। হে মহান মহীয়ান!

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সর্বদা আপনি যাতে সদা সন্তুষ্ট ও যা আপনি সর্বদা পছন্দ করেন তা করার তাওফীক দান করুন। তেমনিভাবে আপনি আমাদেরকে নেক ও আল্লাহ্ভীরুতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট কামনা করছি এমন কিছু

আমলের যা আপনার রহ্মতকে অবধারিত করে। আপনার ক্ষমাকে নিশ্চিত করে। আমরা আপনার নিকট আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেক কাজে সহজতা ও প্রত্যেক গুনাহ্ থেকে মুক্তি। আর জান্নাত পাওয়ার সফলতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের ধর্মকে বিশুদ্ধ করুন যা আমাদের রক্ষা কবচ। আমাদের দুনিয়াকেও ঠিক করে দিন যেখানে আমাদের জীবন যাপন। তেমনিভাবে আমাদের আখিরাতকেও ঠিক করে দিন যেখানে একদা আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। উপরন্তু আমাদের জীবনকে প্রত্যেক কল্যাণ বর্ধনকারী এবং আমাদের মৃত্যুকে প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা সরূপ বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যা দূর করে দিন। আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। উপরন্তু আমাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করুন। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনুন। এমনকি আমাদের শ্রবণ, দর্শন তথা সকল শক্তিতে বরকত দিন যত দিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি।

হে আল্লাহ্! হে মহান মহীয়ান! আপনি সর্বদা আমাদেরকে আপনার আনুগত্য এবং যে আমল আপনার দ্রুত নিকটবর্তী করে ও আমাদের নেকির পাল্লাকে ভারী করে এমন আমলের উপর একত্রিত করুন। হে চিরঞ্জীব! হে চির সংরক্ষক! হে মহান মহীয়ান!

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে ভালো কথা শুনার তাওফীক দিন এবং ভালো কাজের তাওফীক দিন। বস্তুতঃ এরাই তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত। এরাই তো সত্যিকারের বুদ্ধিমান।

পরিশেষে সকল প্রসংশা সর্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হে আল্লাহ্! আপনি নিজ রহ্মত, বরকত ও নিয়ামত বর্ষণ করুন আপনার বান্দাহ্ ও রাসূল তথা আমাদের প্রিয় নবী মু'হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর। আ-মীন! ইয়া রব্বাল-'আ-লামীন!

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
একটি প্রশ্ন	৭
সাহাবীদের বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা	৭
সাহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট বাহক ও প্রচারক	৮
সাহাবীদের আলোচনা মানে ধর্মের আলোচনা	৯
সাহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তি	১০
সাহাবীদের গ্রহণযোগ্যতা	১১
সাহাবীদের প্রতি এক জন মোসলমানের করণীয়	১৬
সাহাবীদেরকে গালি দেয়া হারাম	১৯
মর্যাদানুসারে সাহাবীদের স্তর-বিন্যাস	২৪
সাহাবীদের জীবনী পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত	৩০
সাহাবীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে এক জন মোসলমানের করণীয়	৩১